31

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 03 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা 02 কলাম 4 ....

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রতিবাদ লিপি

২ রা জুন, ১৯৯৮ তারিখে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ সুযোগ মন্ত্রণালয় কর্তার চাপ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অভিনব কীর্তি' শিরোনামে প্রকাশিত খবরটির প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকৃত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল:-

আবু সাঈদ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পিতা মোহাম্মদ বদরুল আলম, ঢাকাস্থ নটরডেম কলেজের একজন ছাত্র। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে ১৩-০৫-৯৮ তারিখে স্বাক্ষরিত এক আবেদনে আবু সাঈদ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম জানায় যে, সে অসুস্থতার কারণে সময়-সীমার মধ্যে ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দাখিলা ফরম পূরণ করতে পারেনি। আবেদনপত্রের সঙ্গে Medical certificate সংযুক্ত ছিল এবং আবেদনপত্রের কলেবরে অধ্যক্ষ, নটরডেম কলেজ (অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং কলেজের সীলকৃত) নিম্নোক্ত মন্তব্যসহ আবেদনটি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেন : 'Certified that the statement is true. I recommend the case for your sympathetic consideration.

Signed
13.05.98
(Sealed)'

কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত উক্ত আবেদনপত্র খানা নথিতে দিয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুমোদন নেয়া হয়। কোন প্রকৃত ছাত্র যৌক্তিক কোন কারণে যথা সময়ে এন্ট্রি ফরম ফিল-আপ করতে না পারলে সেক্ষেত্রে কেইসটির মেরিট যাচাই করে ছাত্রটিকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়ার বিধান বোর্ডে রয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ক্ষমতাও চেয়ারম্যানের রয়েছে। এই ছাত্রের অনুকূলে প্রদত্ত প্রবেশপত্র যথানিয়মে ইস্যু করা হয়েছে। এখানে কোন প্রকার অনিয়ম বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয় হতে কোন কর্মকর্তা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এ ব্যাপারে কোন সুপারিশ করেননি। কেইসটির মেরিট বিবেচনা করে তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে প্রবেশপত্র ইস্যুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ জাতীয় প্রবেশপত্র একই নিয়মে ইস্যু করা হয়েছিল। আরো উল্লেখ্য, নিম্নস্বাক্ষরকারী চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদানের পর হতে অদ্যাবধি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষের সাথে কোন বিষয়ে কোন প্রকার যোগাযোগ হয়নি।

নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না করে এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর ও ভুল খবর পরিবেশন করা সমীচীন হয়নি। এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করে বোর্ড, বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি এবং সম্মান ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বিধায় নিম্নস্বাক্ষরকারী এ খবরের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(মুঃ তোজাম্মেল হোসেন)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

ডি-৬৯৩/৯৮

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রতিবাদ লিপি

০২-০৬-৯৮ তারিখে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ সুযোগ : মন্ত্রণালয় কর্তার চাপ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অভিনব কীর্তি' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হ'ল :-

পরীক্ষার্থী আবু সাঈদ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ৯৭৯৮৫১ নম্বর রেজিস্ট্রেশনধারী নটরডেম কলেজের একজন ছাত্র। অসুস্থতার কারণে নির্ধারিত সময়ে ফরম পূরণ করতে না পারায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট, অধ্যক্ষ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা-এর সুপারিশসহ "(Certified that the statement is true, I recommend the case for your sympathetic consideration)". নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১৩-০৫-৯৮ তারিখে একটি আবেদন পেশ করে। ইতোমধ্যে ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার কম্পিউটারে রোল নম্বর জেনারেশনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে অধ্যক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণ মানবিক কারণেই বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও নিয়ম মাফিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে বিশেষ রোল নম্বর প্রদানের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মোটেই বোর্ডের নিয়মনীতি ভঙ্গের প্রশ্নই উঠে না। যেহেতু পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর কম্পিউটারে জেনারেশন করা সম্ভব ছিল না সেহেতু সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পৃথকভাবে মূল্যায়নের জন্য ও.এম.আর-এর ১ম অংশ না ছিঁড়েই সংশ্লিষ্ট উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছেই পাঠানো বোর্ডের নিয়ম। কারণ এ সকল উত্তরপত্রের ফলাফল কম্পিউটারের পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফলে এক্ষেত্রেও বোর্ডের নিয়ম ভঙ্গ হয়নি। এবং দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির কোন অবকাশও নেই।

পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষের সাথে নয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে টেলিফোনের জবাবে নিয়মমাফিক বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক পরীক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়। পরীক্ষার্থীর বহিষ্কারের ক্ষেত্রে বোর্ড থেকে টেলিফোনে অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের সাথে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কোনরূপ কথা হয়নি। বিশেষ ব্যবস্থায় নয়, বিশেষ রোল নম্বর প্রদান করে পরীক্ষা নেওয়ার বিধান রয়েছে যা অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের জানা নেই।

পত্রিকায় প্রকাশিত বোর্ডের পত্রটি কোন অভিনব পত্র নয়। এ জাতীয় ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে একই প্রকার পত্র ইস্যু করা হয়েছে। এ কথাটি আমি সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে জানিয়েছি।

বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়া নিশ্চয় আইন ও নীতি, বিরোধী তবে বিশেষ রোল নম্বর প্রদান করে পরীক্ষা গ্রহণ করা বোর্ডের নিয়ম আছে। ইতোপূর্বে এ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়া হয়েছে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে ফলাফলও প্রকাশ করা হয়েছে। কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুরোধে বা চাপে এ কাজটি করা হয়েছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সত্য নয়। কেবলমাত্র অধ্যক্ষের সুপারিশ-এর উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

বিশেষ রোল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় এরূপ দুর্নীতি অবলম্বন করায় নিম্নস্বাক্ষরকারী বিবেকের কাছে দংশিত- এই বক্তব্যই নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার নিম্নস্বাক্ষরকারীর কথোপকথন সঠিকভাবে অনুধাবন না করেই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করায় নিম্নস্বাক্ষরকারী তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(মোঃ আতাউর রহমান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

ডি-৬৯৪/৯৮